মেহেরপুরে আরও ৯জন কোভিড-১৯ পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৯জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১২৪ জনে। শুক্রবার রাতে সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৬টি। এদের মধ্যে নতুন পজেটিভ ৯ টি। সদর-২জন, গাংনী-০, মুজিবনগর-৭জন।

তিনি আরও জানান, এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে জেলায় আক্রান্ত ১২৪ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২৩ জন, গাংনী উপজেলায় ৫৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। জেলায় করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন ২৩ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১০ জন, গাংনী উপজেলায় ১০জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৩ জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয় সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের জহুরা (৬০) শান্তি (৫০), মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের জাহানারা (৫০), সোনাপুর গ্রামের মামলত (৬০), মানিকনগর গ্রামের প্রভুদান (৪০), শিবপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৭), আনন্দবাস গ্রামের আরশাদ আলী (৭০), বাগোয়ান গ্রামের আনিসুর (২৫) গোপালনগর গ্রামের বুলবুলি (৫৫)।

তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জনসমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাশে

দাঁড়াও এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষ রোপন শুরু

প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, ‘গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান’ স্লোগান ।“সবুজে থাকুন – সবুজে বাঁচুন এই স্লোগানকে বুকে ধারন করে চারা রোপনের অংশ হিসেবে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী শুরু করেছেন ত্রিশালের বৃহত্তম অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন “স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাশে দাঁড়াও ”।

শুক্রবার, ১১ জুন সকাল ১০টায় ত্রিশাল পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডস্থ নজরুল যাদুঘর প্রাঙ্গনে সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে নামাপাড়ার আশেপাশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বর্ণাঢ্য ভাবে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

চারা রোপনের আগে ত্রিশাল পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডস্থ নজরুল যাদুঘর প্রাঙ্গনে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাশে দাঁড়াও এর জহির রকারের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় ।

প্রধান অতিথি বলেন, গাছ আমাদের ছায়া দে, বাতাস দে, প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, তাই দেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, দেশে চারা রোপন করা হচ্ছে । তাই আমাদের সবাইকে বৃক্ষ রোপনে এগিয়ে আসতে হবে, দেশ, মাটি ও মানুষের কল্যাণে বৃক্ষ রোপনের কোন বিকল্প নেই । এসময় তিনি “স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাশে দাঁড়াও ” এর সাথে যুক্ত থাকা সকল সদস্যকে আগামীতে বৃক্ষ রোপনে আরো বেশী ভুমিকা রাখার আহবান ও ধন্যবাদ জানান ।

“স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাশে দাঁড়াও ” সভাপতি মো: জহির সরকার ও সাধারণ সম্পাদক শাহিন সরকার জানান, “সবুজে থাকুন – সবুজে বাঁচুন“ এই স্লোগানকে ক্লাবের সদস্যরা বুকে ধারন করে চারা রোপনের অংশ হিসেবেস্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাশে দাঁড়াও উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্টানসহ ত্রিশাল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় জায়গায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। এবারের কর্মসূচিতে রোপণ করা হচ্ছে ফলজ হিসেবে কাঁঠাল, পেয়ারা, আম, জাম, জাম্বুরা,

আমলকি, ওষুধি হিসেবে অর্জুন, বহেরাসহ বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ। তারা আরও জানান, সংগঠনর পক্ষ থেকে আগামীতে আরো বেশী বৃক্ষ রোপন করা হবে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে ।

দর্শনায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

করোনার টিকা দাও, স্কুল কলেজ খুলে দাও, স্বাস্থ্য খাতে দূনীতি বন্ধ করো, সংস্কার করে দেশের মানুষের মাঝে দ্রুত করোনার টিকা দিয়ে জীবন রক্ষা করার দাবী জানালেন প্রধান অতিথি দর্শনা প্রাক যুদ্ধকালীন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা পরিষদের সদস্য অ্যাডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম।

শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জন্য আমরা সংগঠনের আয়োজনে উদ্ভিদ সংঘনিরোধ কেন্দ্র করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ মোশারফ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধ সৈয়দ মোঃ মজনুর রহমান, দর্শন জন্য আমরা কমিটির আহবায়ক মোঃ আনারুল ইসলাম বাবু, প্রভাষক হাওয়াতুন খাতুন, সাংবাদিক মাহফুজ উদ্দিন খান, মোঃ হানিফ মন্ডল, ছাত্রনেতা আসলামুল হক আল আমিন, ফারহান আহমেদ প্রমুখ।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ভার্চ্যুয়াল আলোচনা

মেহেরপুরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার নেতৃবৃন্দদের নিয়ে ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে আমঝুপি বাজার সংলগ্ন বিএনপির কার্য্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় আয়োজিত ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ২৫ মার্চের কালো রাতে বাংলাদেশের মানুষ যখন দিশেহারা এবং নির্দেশনাহীন তখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে কেউ ছিলেন ভারতে, কেউ গেছেন জেল খানায়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণায় মুক্তিকামী মানুষ নির্দেশনা পেয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আবার ৩ নভেম্বরের অভ্যুর্থানে জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করে খালেদ মোশাররফ নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন। ঐ সময় সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যামে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বাকশালের যাতাকল থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করেছিলেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে হত্যা করে এবং লুটেরা অর্থনীতি চালু করেন। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়কতিনি বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে, বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের বিজয় হবে।

মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত ভার্চ্যুয়াল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক (সাবেক সংসদ সদস্য, মেহেরপুর-২) আমজাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন ছাতু, ওমর ফারুক লিটন, আব্দুর রউফ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মহাম্মদ,

সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম, বার কাউন্সিলের সদস্য মোঃ মকলেসুর রহমান স্বপন, জেলা বিএনপি নেতা মোস্তাক রাজা, ফরিদ উদ্দিন, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিকলিয়ার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, আব্দুস সালাম, রাজন, সদর থানা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ স্বপন, সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, ইউসুব আলী, খাইরুল ইসলাম, গাংনী পৌর বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিনসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট প্রধান ও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ বৃষ্টিতে ঘাসে অতিরিক্ত নাইট্রেটে ঝিনাইদহে মারা যাচ্ছে গরু

হঠাৎ করেই বৃষ্টিতে ঝিনাইদহের মাঠের ঘাসে নাইট্রেট বেড়ে যাওয়ায় কয়েকটি গ্রামে দুই-তিন দিনের ব্যবধানে মারা গেছে অন্তত ১২টি গরু। এমন ঘটনায় কৃষক ও খামারিদের মাঝে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ। বিষয়টির তদন্তে মাঠে নেমেছে ঝিনাইদহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মীরা। নমুনা পাঠানো হয়েছে ঢাকায়। মাঠে টানানো হয়েছে লাল পতাকা।

জেলাজুড়ে জারি করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতা। জানা গেছে, গত ৩ জুন শৈলকুপার চরধলহরা গ্রামের ভ্যানচালক আরশাদ মন্ডলের স্ত্রী লাইলী খাতুনের একটি মাত্র গাভি শ্বাসকষ্টে মারা যায়। এ নিয়ে নানা বিতর্ক শুরু হয়।

তার কান্নাকাটি দেখে বাড়িতে হাজির হয় প্রানী সম্পদ বিভাগের কর্মীরা। তদন্ত করে জানতে পারেন গরুকে খাওয়ানো হয়েছিলো বাড়ির পাশে বোনা গেমা ঘাস। এর আগে একই গ্রামের কৃষক রস্তম আলীর ৫টি গাভীর মধ্যে ৪টিই মারা যায় ১ ঘণ্টার ব্যবধানে।

খামার গড়ার স্বপ্ন অনেকটাই ফিকে হয়ে যায় রস্তম আলীর। হেলেঞ্চা জাতীয় ঘাস খেয়ে পেটফুলে তাৎক্ষণিক মারা যায় ভুলুন্দিয়া গ্রামের নুরুল ইসলামের ৩টি, একই গ্রামের জামাল মোল্লার ১টি গরু। এভাবে শৈলকুপার বিভিন্ন গ্রামের কৃষক ও খামারীদের গরু মারা যাচ্ছে। এ অবস্থায় প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর বলছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বছরের এই সময়ে নাইট্রেট পয়জনের কারণে দু’একটি গরু মারা গেলেও, এবারে সে সংখ্যা বেশি। কৃষি গবেষকদের ধারণা, মূলত নাইট্রোজেন ভিত্তিক রায়াসনিক সারের মাধ্যমেই চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশছে নাইট্রেট। যদিও সর্বত্রই মূলত রাসায়নিক সারের মাধ্যমে চাষ চলে। এতে শুধু প্রিাণকুল নয়, মানবকুলও ঝুকির মধ্যে পড়তে পারে।

শৈলকুপার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মামুন খান জানান, দেখে যেটা মনে হয়েছে এটা নাইট্রেট পয়জন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলাপ করে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। সরকারি তথ্যমতে ঝিনাইদহ জেলায় ৬ লাখ গাভী, ৬ লাখ ছাগল, ১ লাখ ২৫ হাজার ভেড়া ও দেড় হাজার মহিষ রয়েছে।

মেহেরপুরে সরকারি খালের মাটি বিক্রি হচ্ছে ভাটায়

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিলরুয়াকুলি-রুইমারী খাল পুণঃ খনন কাজ শেষ না হতেই দুই পাড়ের মাটি বিক্রি করা হচ্ছে ভাটায় । ফলে পাড় ভাংতে শুরু করেছে খালের।

খালটি পুণঃ খননের মাধ্যমে খাল পাড়ের মানুষের সাতার কাটা, গোসল করা থেকে শুরু করে, গৃগস্থালীর সকল কাজ করা হয়ে থাতে খালের পানিতে। দেশীয় মাছ শিকার করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়েও জীবিকা নির্বাহ করছে অনেক নিম্ন আয়ের মানুষ।
খাল পাড়ের মাটি বিক্রি হলে খালের দুই পাড়ের পানি এসে আবারো খালটি বিলিন হয়ে যেতে পারে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।

করিয়াছি। এখন শুধু ঘাস, গাছ লাগানো ও ইনলেট তৈরী করা বাকি আছে এবং ট্রাস্ক ফোর্স কর্তৃক মাটির পরিমাপও হয় নাই। এমতা অবস্থায় আমি সরেজমিনে গেলে দেখতে পায় খালের দুপাড়ের মাটি স্থানীয় ইটভাটাই প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। আমার কাজ শেষ না হতেই মাটি বিক্রি কোনভাবে কাম্য নয়। এটা করলে খালের দুপাড় ভেঙ্গে পরবে। এটা ভেবে মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ করেছি। মাটি যদি বিক্রয় করিতে হয়, তাহলে আমার খালের পরিমাপ নিয়ে চুড়ান্ত বিল দিয়ে খালটি বুঝিয়ে নিয়ে সরকারী বিধি মোতাবেক টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করার অনুরোধ জানাচ্ছি। তা না হলে আমি আইনগত ব্যবস্থা নেব।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাহীনুজ্জামান জানান, সরকারী সকল নিয়ম মেনে আমরা মাটি বিক্রয় করেছি। এখানে কোন প্রকার অনিয়ম করা হয়নি। মেহেরপুর জেলার প্রশাসনসহ সবাই সম্মিলিত ভাবে এ সিদ্ধান্ত। এলাকার অনেকে জানে না। আবার অনেকে কৃষি জমি বাচাঁতে আমাদের নিকট অভিযোগ করেছেন। যার ফলে সরকারী নিয়ম মেনে মাটি সরানো হচ্ছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মাটি অপসরাণ করা হচ্ছে।

গাংনীতে সম্পত্তির লোভে বৃদ্ধ মাকে আটকে রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহগলপুরে মেয়ের বাড়ি থেকে ৩০দিন পর বৃদ্ধ মাকে উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বড় মেয়ে সাগরিকা এবং ছোট মেয়ে রাজিয়া খাতুনের বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে ধলা ক্যাম্পের পুলিশ।

এ বিষয়ে বৃদ্ধ মহিলা সুফিয়া খাতুনের সাথে জানাতে চাইলে তিনি জানান, আমার নামে ৪ বিঘা জমি আছে। কিন্তু আমার বড় মেয়ে এবং ছোট মেয়ে অনেক দিন ধরে জমি তাদের দিয়ে দিতে বলে। আমি জমি দিতে রাজি না হওয়াই জোর করে আমাকে বড় মেয়ের বাড়িতে আটকে রাখে। প্রায় ৩০

দিন যাবত আমাকে আটকে রাখা হয়। আমি বাড়ি যেতে চাইলে আমার ছোট মেয়ে আমাকে অনেক মানষিক নির্যাতন করে আর বলে আমাদের দুই বোনকে ৪ বিঘা বিঘা জমি লিখে না দিলে আমার হাতেই তোর মৃত্যু হবে। পরে আমার বড় ছেলে আলাউদ্দিন আমাকে নিতে আসলে আমার মেয়েরা আমার ছেলেকে জোরপূর্বক বাধা দেয়।

স্থানীয়রা এ বিষয়টি জানতে পেরে সাথে সাথে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের টু আইসি এ এস আই রেজোয়ান আহম্মেদ কে ফোন করে। ফোন পেয়ে ঘটনা স্থলে হাজির হয়ে জনগনের সহয়তা নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাকে উদ্ধার করে। এসময় ছেলে আলাউদ্দিন কাছে তার মাকে তুলে দেয়।

এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্পের আইসি টু রেজোয়ান আহম্মেদ জানান, আমার কাছে যখন ফোন আসলো সহগলপুরে বৃদ্ধকে আটকিয়ে রেখেছে। এটা শুনে সাথে সাথে ঘটনা স্থলে আসি এবং স্থানীয়দের সাথে করে তাকে উদ্ধার করি। সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধলা ক্যাম্প প্রস্তুত তাই আপনাদের যে কোন সমস্যা হলে আমাদের জানাবেন। আমরা আইনি ব্যাবস্থা গ্রহন করবো। এ ছাড়াও আপনারা জানেন আমাদের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপার হয়েছেন। তিনিও সব বিষয়ে আইনি সেবা দিতে প্রস্তুত। সেই সাথে আমার গাংনী থানার ওসি মোঃ বজলুর রহমানও সবসময় প্রস্তুত।

জীবননগরে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরে দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী এর আয়োজনে উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গয়েশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের আঙ্গিনায় ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করা হয়।

ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী জীবননগর শাখার সভাপতি মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস

এম মুনিম লিংকন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, সাবেক চেয়ারম্যান শাজাহান আলী, ইউপি সদস্য ইমাদ আলী, গয়েশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আশাদুল হক, সীমান্ত ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সমন্বয়কারী আশাদুজ্জামান লিটন, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী এর সদস্য তুহিনুজ্জামান, স্বর্ণা প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় সিমান্ত এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতি! আলমডাঙ্গাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ

আলমডাঙ্গায় সিমান্ত এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতি। যার মাধ্যমে আলমডাঙ্গাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। আলমডাঙ্গা এলাকাবাসীর দাবীর মুখে গত ৯ জুন সীমান্ত এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গায় যাত্রা বিরতি হলো।

গত ৯ জুন রাত ১২.১০ মিনিটে সিমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেন আলমডাঙ্গায় যাত্রা বিরতি করলে ট্রেনের গ্রার্ড, ড্রাইভর, এটেন্ডদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন আলমডাঙ্গা পৌর সভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর সভার ১নং- প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল হক, ২নং-প্যানেল মেয়র জহুরুল হক স্বপন, সহকারি স্টেশন মাষ্টার নাজমুল হোসেন, সহকারি স্টেশন মাষ্টার তৌহিদুল ইসলাম,বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন,সম্পাদক কামাল হোসেন, প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক খ, হামিদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা মুক্তমনা কল্যান ফাউন্ডেশনের সাধারন সম্পাদক ডাঃ মোঃ মহসিনুজ্জমান,সাংগাঠনিক সম্পাদক বসিরুল আলম,৩নং প্যানেল মেয়র মনোয়ারা খাতুন, কাউন্সিলর ডালিম হোসেন, এস এম বাবু, জেলা

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামি সীমান্ত এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গা স্টেশনে যাত্রা বিরতি করবে রাত ১২টা ১১ মিনিটে। চিলাহাটি থেকে খুলনা রুটে নতুন করে চলাচলের জন্য লক্কড় ঝক্কড় সীমান্ত এক্সপ্রেসটির কোচগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে।এ ট্রেনের সাধারণ কোচগুলি পরিবর্তন করে ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা সাদা রঙের কোচ সংযোজন করা হচ্ছে।

১২টি কোচ নিয়ে ওই ট্রেন বহর চলবে এ রুটে। ট্রেন দুটিতে রাত্রিকালীন আসন সংখ্যা ৮৬৫ ও দিনে ৮৯০টি। তার মধ্যে রাতে তাপানুকুল ২৩টি শয়নাসন (বাথ) ও ৮০টি চেয়ার রয়েছে।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা

মেহেরপুরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌর ঈদগাহ রোডে অবস্থিত জেলা বিএনপির কার্য্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন এবং তারুণ্যের প্রতীক তারেক রহমান নব্য স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নতুন করে শপথ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাজন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, বার কাউন্সিলের সদস্য মোঃ মকলেসুর রহমান স্বপন।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় ও জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি‘র পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলীসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট প্রধান ও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা পরবর্তীতে পথচারী ও স্থানীয়দের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।